কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বরাক উপত্যকা নিয়ে কিছু একটা গবেষণাধর্মী কাজ করার ইচ্ছে প্রথম থেকেই ছিল। আর সেই ইচ্ছের বশেই 'বরাক উপত্যকার সাময়িক পত্র ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ভূমিকা ঃ একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন' — এই বিষয় নিয়ে গবেষণার কাজ শুরু করলাম।

আমার এই গবেষণার কাজকে সুসংহত পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে দিক্ নির্দেশ করেছেন আমার গবেষণা সন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা তথা রবীন্দ্রনাথ টেগোর স্কুল অব ল্যাঙ্গুয়েজেস্ এণ্ড কালচারাল স্টাডিজ এর ডিন,অধ্যাপিকা রমা ভট্টাচার্য মহোদয়া। তাঁরই তত্ত্বাবধানে ও সঠিক উপদেশ ও পরামর্শে আমার গবেষণা কাজের গতি ত্বরান্বিত হয়েছে এবং আমি আমার গবেষণা সন্দর্ভ— 'বরাক উপত্যকার বাংলা সাময়িক পত্র ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ভূমিকাঃ একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন' শেষ করতে সক্ষম হয়েছি।

গবেষণা কালে আমি বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এর কাছ থেকে নিরন্তর সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি। প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে ও সুপরামর্শ দিয়ে অনেকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেকেই কোনো প্রত্যাশা না রেখে আমাকে সাহায্য করেছেন। এদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের সাহশ্চর্য এবং সুপরামর্শ এবং বিভাগীয় শিক্ষাকর্মীদের অকৃপণ সাহায্য-সহযোগিতা আমার গবেষণার কাজকে গতিশীল করেছে।

নবীনচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ এবং কলেজ পরিবারের প্রত্যেক সদস্য-সদস্যাদের অকৃপণ উৎসাহ দান আমার গবেষণা কাজে গতি দান করেছে। কলেজে যাদের সাহায্য ও সহযোগিতা আমাকে ঋদ্ধ করেছে তারা হলেন, ইংরাজী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. রজত কুমার ভট্টাচার্য, বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপকদ্বয় ড.বিষ্ণু কুমার দে ও ড.অর্জুন চন্দ্র দেবনাথ, ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শ্রী সন্তোষ কুমার দে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক শ্রী দেবজ্যোতি দাশগুপ্ত। কলেজের গ্রন্থাগার বিভাগের আমার দুজন সহযোগী শ্রী বরুণ কান্তি পাল ও শ্রী সন্দীপ চক্রবর্তী বিভিন্নভাবে আমাকে আমার গবেষণার কাজে সহযোগিতা করেছে। এদের কাছেও আমি ঋণী।

এই গবেষণার সূচনালগ্ন থেকে যারা আমার প্রেরণা স্বরূপ তারা হলো আমার স্ত্রী সুষমা চক্রবর্তী, মেয়ে সোমাশ্রী চক্রবর্তী,আমার মা, দাদা, বৌদি,ভাইপো এবং পরিবারের অন্যান্য সবাই।আমার প্রয়াত বাবার অলক্ষ আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণা আমার গবেষণার কাজকে সাফল্যের পথে নিয়ে গেছে।